আপনি অধার্ম্মিক তুমি ধর্ম্ম চিনাও আনে
বানর হৈয়া মন্দ বল যত আইসে মনে।
পৃথিবীতে যত রাজা হইয়াছে যুগে২
দয়া করি কোন রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে।
ঘাস খায় বনে চরে না করে অপরাধি
তথাচ মৃগ মারিতে সকল রাজা হয় ব্যাধি।
মৎস্য সকল জলে থাকে তার হিংসা ক'কে
তারে বধ করে কেন বড়২ লোকে।
পক্ষী পাখালি সকল থাকে বৃন্দাবনে
তারে কেন ব্যাধ লোক বধয়ে পরাণে।
আমার রাজ্যে বসিয়া তুমি কর পরদার
তোর পাপে হয় মোর পাপের সঞ্চার।
আমার বাণে পড়িলে তুমি মুক্ত হৈল পাপ
স্বর্গে যাহ বানর কেন করহ সন্তাপ।
ভক্ত হেন সুগ্রীবের করিব পালন
সুগ্রীবের মন্দ যে তার বধিব জীবন।
মিতালি করিয়াছি আমি অগ্নি করিয়া সাক্ষী
সুগ্রীবের শত্রু আমি কোথাও না রাখি।

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ তুমি পরম পবিত্র
তোমারে অধিক বলিতে মোর নহেত উচিত।
তোমার সনে রন করিতে মোরে নাই সাজে
ক্ষমা কর বানররাজ কেন পাড় লাজে
ক্ষমা কর বানর তোমার দৈবের লিখন
আমার বানে পড়িয়া যাহ স্বর্গভুবন।
ইন্দ্রের পুত্র তুমি বীর ইন্দ্রের বেশ
অমরাবতী চল তুমি আপনার দেশ।
বালি বলে ত্রিভুবনে তুমিত পুজিত
ঘায়ের ব্যথায় যত বলি সব অনুচিত।
পুনাম করে বালি রাজা তোমার চরনে
সুগ্রীব অঙ্গদ তুমি করিহ পালনে।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিবে করিয়াছ অঙ্গীকার
অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন অধিকার।
তুমি দাতা তুমি কর্ত্তা তুমিত বিধাতা
সুগ্রীব অঙ্গদের তুমি ধর্ম্মের হও পিতা।

সুষেনদুহিতা তারা আছে গৃহমাঝে
সুগ্রীব যেন অপমান না করে কোন কাযে।
রাম বলেন পরলোক চিন্ত বানররাজ
পবিত্র করিলাম তোমায় কথায় কি কায।
রামের চরণে বালি করে যোড়হাত
বিরূপ বলিলাম ক্ষমা কর রঘুনাথ।
বালি রাজার কথা শুনি শ্রীরামের হাস
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

পড়িলত বালি রাজা শ্রীরামের বাণে
অন্তঃপুর থাকি তাহা তারা দেবী শুনে।
কাপড় না সম্বরে রাণী আওদড় কেশে
অঙ্গদ পুত্র লৈয়াধায় বালির উদ্দেশে।
রাজার পাত্র তোমরা রাজার সংহতি
রাজা এড়ি তোমরা পলাই রাখিয়া অখ্যাতি।
বানর সব বলে শুন তারা ঠাকুরাণী
দুই ভাই বিস্তর করিল হানাহানি।

তুমি যত বলিলে তাহা হৈল বিদ্যমান
রামের বানে পড়িয়া বালি হারাইল প্রান।
চারিভিতে রাখ গিয়া আপন অন্তঃপুরী
অঙ্গদ রাজা করিয়া রাজ্য করহ সুন্দরী।
তারা বলে রাজ্য না চাই না চাই অঙ্গদ
স্বামির সঙ্গে যাব আমি এই সে সম্পদ।
হিয়া হানে মাতা হানে বসন না সম্বরে
রনস্থলে গিয়া রানী চৌদিগে দৃষ্টি করে।
হাতের ধনুক বান এড়িয়াছেন রঘুনাথে
লক্ষ্মন দাণ্ডাইয়াছেন রামের আগুতে।
কথাবার্ত্তা নাহি হেন হৈয়াছে অভিমান
হেট মাতায় আছেন রাম পাইয়া অপমান।
বালির নিকটে তারা ধাইয়া গেল রড়ে
স্বামির দুর্গতি দেখিয়া হাহাকার করে।
মেঘের গর্জ্জন প্রভুর সংগ্রামে গর্জ্জন
বড়ং বীর তোমার সহিতে নারে রন।
রামের বানে বালি রাজা লোটায় ভূমিতলে
পুত্র এড়িয়া রানী স্বামী করে কোলে।

আমার বচন না শুনিলে করিলে সাহস
তোমার দোষ নাহি আমার বিধাতা বিরস।
স্ত্রী সকল কান্দে তোমার কান্দেত অঙ্গদ
উত্তর না দেহ প্রভু হইলা নিঃশব্দ।
হিয়া হানে মাতা হানে মরিবারে চায়
সাত শত সতিনী মেলি তারারে বুঝায়।
রাজ্য রাখ অঙ্গদ রাখ রাখহ আপনা
তোমা বিনা বালির বংশে না রবে এক জনা।
তারা বলে সুগ্রীব মারিলে ভাই অধিকারী
ভাই মারিলে না মার কেন ভাইয়ের নারী।
বালি হেন ভাই মারিলে রাজ্যের লোভে
আমাসভারে মার যে অবিচারে চাহে।
এতেক বলিয়া কান্দে তারাত সুন্দরী
তারার ক্রন্দনে কান্দে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।
অঙ্গদ দুবরাজ কান্দে কান্দিতে না জানে
সকল কিষ্কিন্ধ্যা কান্দে বালির মরনে।
আছুক আনের কায কান্দেন লক্ষ্মণ
রাম সুগ্রীব বসিলেন বিরস বদন।

তারা বলে ধার্ম্মিক তুমি জন্ম উত্তম কুলে
আমার স্বামিকে মার পাইয়া কোন ছলে ॥
দেখাদেখি মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ
অদেখা ঘায় মারিলে প্রভু বড় পাইলাম তাপ ॥
প্রভু শাপ নাহি দিলেন করুণ হৃদয়
আমি শাপ দিব তোমা ফলিবে নিশ্চয় ।
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে
সীতারে আনিবে তুমি অনেক পরিশ্রমে ।
সীতা লইয়া ঘর করিবে বড় মনোআশ
কতক দিন থাকি সীতা ছাড়িবে তোমাপাশ ।
তুমি যেমন কান্দাইলে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী
তোমারে কান্দাইয়া সীতা যাবে স্বর্গপুরী ।
আমি যদি সতী হই ভাবভক্তিতে
সীতানাগি কান্দিবে তুমি কে খণ্ডিতে পারে ।
আমি শাপ দিলাম তোমায় না হবে খণ্ডন
সীতার কারণে প্রাণ দিবে নহে বিমোচন ।
সীতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে
এজন্মের মত তোমার দুঃখে কাল যাবে ।

বানরী হইয়া তারা রামের তরে গর্জ্জে
এতেক সম্পদ মোর তোমার কারন মজে।
ইহা মনে না করিহ আমি নারায়ন
যেমন কর্ম্ম তেমন ভোগ না হয় খণ্ডন।
বিনি দোষে মারিলে যেমন আমার স্বামিরে
আমার স্বামী এমনি মারিবে জন্মান্তরে।
সতির বচন কভু না হয় খণ্ডন
যাবলিল তাহা হবে নহে বিমোচন।
বালি রাজার কোলে করি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে
তারার ক্রন্দনে বালি বলে ধিরেং।
তারারে প্রবোধি করে বানররাজবালি
আমি বিস্তর রামেরে দিয়াছি গালাগালি।
আমার বচনে বড় পাইয়াছে লাজ
তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন কায।
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবন
রাবনের অপরাধে আমার মরন।
দৈবনির্ব্বন্ধ আমার রামের কিবা দোষ
রামে গালি দিলে রাম হৈবেন অসন্তোষ।

তারার তরে দিল বালি প্রবোধ বচন
মরণকালে সুগ্রীবেরে করে সম্ভাষন।
বালি বলে সুগ্রীব তুমি ভাই সহোদর
তোমার সনে বিসম্বাদ গেলত বিস্তর।
তোমার বিবাদে মোর এই ফল হয়
তুমি রাজ্য করহ আমি মরিলাম নিশ্চয়।
তোমার দোষ নাই আমার বিধাতা বৈমুখ
একত্রে দুই ভাই কভু না হৈল রাজ্যসুখ।
রাজভোগে বাড়াইলাম অঙ্গদ সুন্দর
পায়ের তলে লোটায় পুত্র ধূলায় ধোসর।
আমার বচনে অঙ্গদেরে নাই দিহ তাপ
আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ।
ভয় পাইলে অঙ্গদেরে দিবে অভয় দান
অঙ্গদে পালন করিবে পুত্রের সমান।
আমি থাকিলে অঙ্গদ করিত ঠাকুরাল
ধার্ম্মিক রাম হৈয়া মোরে হইল চণ্ডাল।
দারুন রামের বানে মোর পোড়য়ে শরীর
ক্ষনেক থাকিয়া মোর প্রান হইবে বাহির।

ইন্দ্র মালা দিয়াছেন পুত্রের সন্দেশ
সুগ্রীবেরে মালা দেহ দেখুক সর্ব্ব দেশ।
রঘুনাথের ঠাঁই বালি লইয়া অনুমতি
সুগ্রীবের গলে দিল ধীরে নানা জ্যোতি।
সুগ্রীবেরে মালা দিয়া পুত্রপানে চাহে
মরণকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহে।
আমি যেমন বাড়াইলাম রাজগৌরবে
সেইমত বাড়াবে তোমার খুড়া সুগ্রীবে।
অহঙ্কার না করিহ আমার কথনে
খুড়র করিহ সেবা বিবিধ বিধানে।
সুগ্রীবের বিপক্ষগণের কথা নাই শুনি
তাহাসভার সহিত না করিহ হানাহানি।
অহঙ্কার না করিহ করিহ সেবা কর্ম্ম
খুড়ার করিহ সেবা পরাপর ধর্ম্ম।
এত বলি বালি রাজা ত্যজিল পরাণ
রামের বাণে পড়িয়া বালি গেল স্বর্গস্থান।
বিধাতা নর্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন
স্বর্গবাসে গেল রাজা দেখে সর্ব্ব জন।

বিমানে চড়িয়া বালি গেল উর্দ্ধপথে
হাহাকার করি তারা লাগিল কান্দিতে।
হিয়া হানে মাতা হানে ফেলে অভরণ
আরবার তারা দেবী করিছে ক্রন্দন।
গলার খসিল প্রভুর ইন্দ্রের মালা
কোন জন নিল মালা শোভে কার গলা।
কান্দিয়া বিকল তারা ধৈর্য্য না ধরে
আমারে ছাড়িয়া প্রভু গেলে কোথাকারে।
কোথায় রহিল তোমার রাজ্যপাট ধন
কোথায় রহিল তোমার রত্নসিংহাসন।
সুগ্রীব হইল তোমার প্রাণের আপদ
কোথায় রহিল তোমার কুমার অঙ্গদ।
কোথায় রহিল তোমার এ রাজ্য সংসার
তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপে তোমার বিক্রমে
তোমার তরে চণ্ডাল হৈয়া আইল শ্রীরামে।

দারুন রামের বান বুকে কেমনে করি কোলে
সুগ্রীবের যত পাপ আমার তরে ফলে।
বুকে হৈতে সুগ্রীব কাড়িয়া নিল বান
বালির রক্তেতে নদী বহে খরসান।
কান্দিতে২ তারা হইল কাতর
পাত্র মিত্র মিলিয়া দেয় প্রবোধ উত্তর।
কান্দে মহাদেবী তারা না শুনে কার বানী
হনুমান বলে কত কান্দ ঠাকুরানী।
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক বালি বিচারে পণ্ডিত
রামের বানে স্বর্গী হৈল দেবতা সহিত।
অঙ্গদের পালন কর বালির অপেক্ষা
আমাসভার ঠাকুরানী কর পোষন রক্ষা।
অঙ্গদ রাজা হৈবে দেখিবে আপন আঁখি
শোক পাসর তুমি শুন চন্দ্রমুখী।
রাম সুগ্রীব লজ্জিত হৈল অঙ্গদ করিবে রাজা
সব রাজ্যখণ্ড মিলি তোমার করিবে পূজা।
পুত্র রাজা হৈবে মোর স্বামী লোটায় ধূলি
স্বামির সহিত গেলে সর্ব্ব ধর্ম্মে তরি।

নারির গৌরব যত স্বামী সকল তানে
কি করিতে পারে পুত্র স্বামির বিহনে।
পুত্রসহ কথা বলিতে মারিবারে আইসে
স্বামীরে মন্দ বলিলে স্বামী মনে২ হাসে।
সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বামী নারির বিধাতা
স্ত্রীলোকের স্বামী হয় সুখ মোক্ষদাতা।
স্বামির সেবা স্ত্রী করিবে যদি হয় সতী
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাই গতি।
স্বামী দাতা স্বামী কর্ত্তা স্বামী কেবল ধন
স্বামির বাড়া গুরু নাই বলে জ্ঞানী জন।
শতেক পুত্রের যদি হয়ত জননী
তথাপিহ রাঁড়ী বলিয়া তাহার কাহিনী।
কান্দিতে২ তারা হইল বিকল
তারার ক্রন্দনে সুগ্রীব হইল কাতর।
রাম বলেন মিতা না করহ বিসাদ
কার দোষ নাই দৈবে পাড়িল প্রমাদ।
শোক সম্বরহ তুমি বানরের রাজ
তারা অঙ্গদ লৈয়া কর বালির অগ্নিকায।

শুকান কাষ্ঠ আন মিতা অগৌর চন্দন
রাজ অভরন আন বসন ভুষণ।
তুমি যদি কান্দ কার না রবে ক্রন্দন
বাজিয়া কটক আন বালির বাহন।
পৃথিবী যুড়িয়া বালির দুর্জ্জয় শরীর
লক্ষ্মন বলেন হনুমান তুমি হও স্থির।
লক্ষ্মনের বোলে হনু সান্তায় ভাণ্ডারে
নানা রত্ন অভরন ভাণ্ডারবাহির করে।
রাজচতুর্দ্দোল আনে বিচিত্র বসন
বিলাইতে আনে রাজার বহুমুল্য ধন।
রাজচতুর্দ্দোলে নিয়া বালি রাজায় তোলে
বালি রাজায় রাখে লৈয়া পম্পা নদির কুলে।
চন্দনকাষ্ঠের চিতা করিল নদির তীরে
বালি রাজায় শোয়াইল তাহার উপরে।
রাজযোগ্য চিতা করে সুগন্ধি পুষ্প পাতি
তারা মহাদেবী অগ্নিকে করে স্তুতি।
বালির অগ্নিকার্য্য করে সকল বানরগণ
রামের বানে পড়িয়া গেল স্বর্গ ভুবন।

রামনাম স্মরণে হয় পাপের বিনাশ
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।
রামজন্ম হৈতে ছিল ষাঠি হাজার বৎসর
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর।
বাল্মীকি বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ
পাঁচালিপ্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ।
রামনাম স্মরিলে যমের দায় তরি
রামের পীরিতে ভাই মুখে বল হরি।

সকল বানর গেল রামবিদ্যমান
সুগ্রীবের ইঙ্গিত পাইয়া বলে হনুমান।
তোমার প্রসাদে গোসাঞি সুগ্রীব হৈল রাজা
রাজদ্বারে আইস গোসাঞি করি তোমার পূজা।
তোমার আজ্ঞা পাইলে সুগ্রীব যায় অন্তঃপুরে
দ্বারে আইলে গোসাঞি তোমার সেবা করে।

রাম বলেন নগরে আমি না করি প্রবেশ
চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিব বাপের আদেশ।
পিতার আজ্ঞায় চৌদ্দ বৎসর বেড়াব বনেবন
নগরেতে কেমন করি করিব গমন।
মুনির বাড়ি ছিলাম আমি হইয়া তপস্বী
চৌদ্দ বৎসর নাই গেলে গৃহে নাই বসি।
সুগ্রীবেরে বলেন রাম বীর অবতার
রাজা হৈয়া রাজ্যে তুমি কর অধিকার।
বালি রাজা মারিয়া আমি বড় পাইলাম লাজ
আমার বাক্যে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ।
তারা মহাদেবির তুমি করিহ পুরস্কার
তাহার মন্ত্রণায় করিহ রাজ্যের ব্যবহার।
শ্রাবণ মাস প্রবেশ হয় বরিষা প্রবেশ
বরিষায় বানর কটক থাকুক নিজ দেশ।
বনেং বেড়াইয়া মিতা বিস্তর পাইলা দুঃখ
বরিষায় কত দিন কর রাজ্যসুখ।
বরিষা প্রভাতে যে ঘরে থাকিবে এক দণ্ড
বালিসমান তাহার মাণ্ড করিব রাণ্ড।

রাঁমের আজ্ঞা পাইয়া সুগ্রীব গেল অন্তঃপুর
নানা রত্ন দান করিল ভাণ্ডার প্রচুর।
সুগ্রীবেরে রাজা করিতে আইল রাজাখণ্ড
সিংহাসন বাহির হৈল ছত্র নব দণ্ড।
শুভক্ষনে বৈশেন সুগ্রীব রাজসিংহাসনে
চারিভিতে চামর ঢুলায় সকল বানরগনে।
রঘুনাথের আজ্ঞা যেন পাশানের রেখা
সাগরের জলে সুগ্রীবে করে অভিষেক।
ছত্র দণ্ড দিল আর কিষ্কিন্ধ্যা নগরী
অভিষেক করিয়া দিল তারাত সুন্দরী।
রাজার স্ত্রী রাজাতে লৈবে ইহাতে নাই দোষ
তারা পাইয়া সুগ্রীবের বড়ই সন্তোষ।
রামের বচন লঙ্ঘিলে কুশলে নাই থাকি
সুগ্রীবে অভিষেক করিয়া অঙ্গদে অভিষেকি।
অঙ্গদে যুবরাজ করিল সব পাত্রগন
রামজয় করিয়া ডাকে সকল বানরগন।
সীতার লাগি কান্দেন রাম করিয়া বেয়ান
বর্ষা বঞ্চিতে যান পর্ব্বত মাল্যবান।

দুই ক্রোশ পথ রাম বাসা করিয়া রহে
পর্ব্বতের সুগন্ধি বায়ু মনোহর বহে।
বাসা করি থাকেন রাম পর্ব্বতশেখর
স্থানেং পর্ব্বতের উত্তম সরোবর।
নানা বর্ন্নেতে বৃক্ষ বিচিত্র ফুল ফল
ধবল রজনী দেখি চন্দ্রুত শীতল।
কিছু নাই বাসেন রাম সীতার তরে চিন্তে
বরিষার ধারা যেন চক্ষের লোহে তিতে।
শয়ন ভোজন রামের কিছু নাই মন
কান্দি দিন যায় রামের রাত্রি জাগরন।
রাজভোগে সুগ্রীব রাজা দিনেং আন
রাত্রি দিন রঘুনাথের সীতারে ধেয়ান।
সোনার খাটে শোয় সুগ্রীব তাহে নেতের তুলি
সীতা লাগি কান্দেন রাম লোটাইয়া ধূলি।
বাছের বাছ সুন্দরী সুগ্রীবের অভিলাষ
সীতা লাগি কান্দেন রাম বরিষা চারি মাস।
কান্দিতেং রাম হইল কাতর
স্তনেং লক্ষ্মন দেন প্রবোধ উত্তর।

বড়ই উৎপাত হয় অতি পরমাদ
মহাপুরুষ হৈলে তায় না করে বিসাদ।
শোকে কাতর হৈলে প্রভু নিন্দা করে লোকে
শোকে বুদ্ধি নাশ হয় পাগল হয় শোকে।
জিয়ে মরে সীতা তার করহ বিচার
স্ত্রীলাগিয়া অচেতন কোথাকার ব্যবহার।
লক্ষ্মনের প্রবোধে রাম হইলেন স্থির
যাবৎ নহেন লক্ষ্মন ঘরের বাহির।
রাম এড়ি লক্ষ্মন গেলেন ফুল আনিবারে
শোকে কান্দেন রঘুনাথ পাইয়া শূন্য ঘরে।
আসিয়া দেখেন লক্ষ্মন রামের ক্রন্দন
রামের ক্রন্দন দেখি কাঁদেন লক্ষ্মন।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিল লক্ষ্মন লোহে ভরে আঁখি
রামের ক্রন্দনে কাঁন্দে বনের মৃগ পাখি।
কান্দিতেং গেল শ্রাবন মাস
রামের ক্রন্দনগীত রচিল কীর্ত্তিবাস।

অষ্ঠমাসের নীর বরিষা কালে শোষে
মেঘ সঞ্চারিয়া চারি সাগর বরিষে।
বরিষার ধারাতে পৃথিবী এড়ে অনুতাপ
সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ।
আমার বচনে লক্ষ্মণ করহ আরতি
দুরন্ত বরিষা ঋতু স্থির নহে মতি।
মহাপ্রতাপ সূর্য্য বরিষায় মেঘে ঢাকে
আমিত মরিব ভাই সীতা দেবির শোকে।
কালা মেঘের ওপর যেন চিক্কুর পরিপাটি
কালা রাবনের কোলে মোর সীতার ছটফটি
ডাঙ্গা ডহর জল স্থল সব একাকার
বরিষায় বানর কটক কেমনে আগুসার।
স্রোতের কলকলি যেন শরযুর জলে
অযোধ্যায় ক্রন্দন করে আসিবার কালে।
বরিষায় সুগ্রীবেরে কহিব কেমতে
আমার কার্য্য করিবে মিতা বরিষাপ্রভাতে।
নদির পানি শুকাইবে করিবে ওংকার
তত দিনে হৈবে সীতা অস্থি চর্ম্ম সার।

এই তপস্বির বেশে এভিব কলেবরে
সীতাহেন স্ত্রী যেন না জাড়ে জন্মান্তরে।
বাপের না থাকে সীতা না থাকে শশুরঘরে
আমাদরশনে সীতা দুঃখ পাসরে।
আমা বই জানকির আর নাই মন
ক্রোধ করিয়া রাবন বেটা বধিবে জীবন।
কান্দিতেং সীতা মরিবে আচম্বিত
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিত।
পক্ষী হৈয়া ওড়িয়া পড়ি সাগরের পার
অভাগিনী সীতার দেখি শয়ন আহার।
কান্দিতেং রামের গেল হাড় মাস
রামের ক্রন্দন রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

বরিষা প্রভাত হৈল শরৎ প্রবেশ
রাম বলেন তবু সীতার না হৈল ওদ্দেশ
ভেকের ডাক শুনি আর মেঘের গর্জ্জন
নির্ম্মল চন্দ্রমা তারা ওঠিল গগন।

আমার প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে
সীতার মৃত্যু হৈল বুঝি দিন গেল বয়ে।
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে যিতে
সকল অন্ধকার মোর সীতার মৃত্যুতে।
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে হইয়েছে সংসার
স্ত্রী হৈতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।
স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার
পুত্র না হইলে তার নাই পারাবার।
গয়ায় পিণ্ড দান করে শ্রাদ্ধ তর্পন
সংসারের মধ্যে ভাই পুত্র বড় ধন।
স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নয় ছাড়া
পুত্র না থাকিলে লোক বলে আঁটকুড়া।
আঁটকুড়ার মুখ দেখি শ্রাদ্ধ করিতে যায়
শ্রাদ্ধক্রিয়া বৃথা তার শাস্ত্রে হেন কয়।
অতএব শুন ভাই স্ত্রী বড় ধন
স্ত্রী হৈতে সন্ততি হয় সংসার পালন।
জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক
সভার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক।

আমাকে না ভাবে সুগ্রীব বড়ই নির্দ্দয়
স্ত্রী পাইয়া কেলি করে আপন আলয়।
সুগ্রীব লাগি মারিলাম বানররাজ বালি
আমাকে না স্মরে সুগ্রীব রাজভোগে ভুলি।
বালি মারিলাম আমি পাইলাম লাজ
ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিলাম করিনু তার কায।
কিষ্কিন্ধ্যায় চলিলেন আমার বচনে
আপন রাজ্য পাইয়া সুগ্রীব আমা নাই মনে।
এই ক্ষনে চল ভাই কিষ্কিন্ধ্যাভিতর
পরোক্ষে বলিবে তারে তর্জ্জন ওত্তর।
লক্ষ্মন বলেন এই যাই কিষ্কিন্ধ্যাভিতর
এক বানে মারিব আজি সুগ্রীব বানর।
সুগ্রীব নাগিয়া যেই আসিবে দুয়ার
এক বানে পাঠাইব তারে যমের দ্বার।
নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে
সুগ্রীবে মারিয়া আজি পাড়িব এক বানে।

তুমি প্রভু রঘুনাথ বেড়াও কান্দিয়া
শৃঙ্গারকৌতুকে সুগ্রীব ঘরে থাকে শুইয়া।
লক্ষ্মনের কোপ দেখিয়া রাম চিন্তেন অন্তর
মিত্রা বধ না করিহ দেখাইহ ডর।
রামের ঠাঁই বিদায় হৈয়া লক্ষ্মন বীর নড়ে
লক্ষ্মনে রূপায় ঠেকিয়া গাছ পাতর পড়ে।
মহাকোপে চলিলেন বীর লক্ষ্মন
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরপথে যায় রড়ারড়ি
গায়ের বাতাসে গাছ করে মড়মড়ি।
কুপিয়া লক্ষ্মন বীর চলিল ত্বরিত
রাজদ্বারে অঙ্গদে দেখে কটক বেষ্ঠিত।
লক্ষ্মনের কোপ দেখিয়া বানর ফাঁফর
লক্ষ্মনেরে মাতা নোওয়ায় সকল বানর।
লক্ষ্মনের কোপ দেখিয়া বানর অস্থির
লাফে২ হৈল সভে প্রাচীরবাহির।
লক্ষ্মন বলেন অঙ্গদ তুই বালির নন্দন।
তোর খুড়াকে জানা গিয়া আমার আগমন।

বনে২ আমার রাম বেড়ান কান্দিয়া
তোর খুড়া ঘরে থাকে সিংহাসনে শুইয়া।
সীতার কারন দুই ভাই বেড়াই বনে২
নিশ্চিন্ত আছেন শুইয়া রত্নসিংহাসনে।
যার কারন মারিল রাম বালি বানররাজ
প্রান উৎসর্গিয়া তুই করিস খুড়ার কায।
রাজ্য দিয়া গেলেন রাম তোরে সমর্পিয়া
কোন লাজে থাকে সুগ্রীব ঘরেতে বসিয়া।
পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে
রাজ্যসমেত পোড়াইয়া ফেলাব এক শরে।
সুগ্রীব বলিল আমি করিব সীতার উদ্ধার
আনন্দে বসিয়া আছেন পাইয়া রাজ্যভার।
দুঃখ পাইয়া চারি বানর বেড়াইত বনে
রাম মারেন বালি রাজায় রাজ্য লয় আনে।
সুগ্রীবেরে কহ গিয়া এই সমাচার
একবাণে পাঠাব তারে যমের দ্বার।
তোর বাপে মারেন রাম সীতা পাবার আসে
নিদ্রা যায় সুগ্রীব বানর কেমন সাহসে।

বানর পশু জাতি সুগ্রীব বড় দুরাচারী
মিতা বলিয়া ডাকেন তারে আপনি শ্রীহরি।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ দয়ার সাগর
রামের যোগ্য মিতা এই সুগ্রীব বানর।
কত যোগী জিতেন্দ্রিয় সন্যাসী ব্রহ্মচারী
অনাহারে তপস্যা করিয়া তারা মরি।
হেন রাম কোল দিল সুগ্রীব বানরে
কত জন্ম সফল তার জন্ম জন্মান্তরে।
অঙ্গদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ
একক্ষণ ব্যাজ কর করি নিবেদন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল অঙ্গদ বসিতে আসন
যোড়হাতে স্তুতি করে বালির নন্দন।
লক্ষ্মণের কোপ দেখিয়া বড় ভয় মনে
রাজার অন্তঃপুরী যায় পরম সম্ভ্রমে।
সুগ্রীব নমস্করিয়া বন্দে মায়ের চরণ
যোড়হাতে বলে অঙ্গদ দ্বারেতে লক্ষ্মণ।
ঘূর্ণিত লোচন রাজার শৃঙ্গার অবসাদে
কস্তুরী কুমকুম রাজা শোভে মৃগমদে।

শৃঙ্গার অবসাদে সুগ্রীবের ঘুর্ণিত লোচন
কিছু না শুনিল সুগ্রীব অঙ্গদের বচন।
রাজা চিয়াইতে বানর নানা বুদ্ধি পাঁচি
দশ হাজার বানর সকল করে কিচিমিচি।
বানরের রোল হৈল রাজার অন্তঃপুরে
বানর পশু জাতি ডাক ছাড়িছে চীৎকারে।
বড় রোল শুনি সুগ্রীব সয্যা হৈতে ওঠে
পাত্র মিত্র দেখি রাজা ক্রোধ ভাবে ডাঁটে।
অপরাধ নাই করি কারে আমার ডর
সমুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গদ করিছে উত্তর।
যোড়হাতে কহে অঙ্গদ সুগ্রীবের তরে
রাম পাঠাইয়া দিলেন লক্ষ্মন বীর দ্বারে।
মহাকোপে দ্বারে বসি ঠাকুর লক্ষ্মন
রঘুনাথ পাঠাইল জানিতে কারন।
তোমার মিতা কেন্দে বেড়ান বনের ভিতরে
কুপিয়া লক্ষ্মন বীর বসেছেন দ্বারে।

সুগ্রীব বলে রামের সনে কিসের মিতালি
কেন লক্ষ্মণ রাজদ্বারে করে গালাগালি।
অপরাধি নাই করি কারে আমার ডর
কোন কার্য্যে কোপ করেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।
বচনে মিতালি করিলাম শুনিতে দুষ্কর
মিতালিতে যাব আমি লঙ্কার ভিতর।
চঞ্চল বানর জাতি ক্ষনেং আন
অকারণে রাম কেন করে অপমান।
কথার মিতা রাম বটে কিসের বিচার
মিতার কারন প্রান দিব সাগিরের পার।
আগু পাছু যাহা হৈবে বলিব তখন
এখন ফিরিয়া যাওক লক্ষ্মণ রামের সদন।
মহামন্ত্রী হনুমান বুদ্ধে বৃহস্পতি
রাজার তরে বুঝায় বীর ওত্তম যুকতি।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ কমললোচন
তুমি হেন বাক্য বল সব অকারন।
রাজ্যভোগ পাইলে তুমি রঘুনাথের গুনে
তোমার বালি রাজায় মারিলেন এক বানে।

রাত্রি দিন থাক তুমি শৃঙ্গাররসে
রাত্রি দিন কান্দেন রাম সীতার আবেশে।
কোপে লক্ষ্মণে পাঠাইয়া দিল তোমার আগে
বিস্তর অনুযোগ করিল সহিবারে লাগে।
যার বানেতে রাজা পৃথিবী নাই আঁটে
তার বোল না শুনিলে পড়িবে শঙ্কটে।
রাজমন্ত্রী বলিয়া রাজা আমার বিষয়
তোমার হিত বলি আমি হইয়া নির্ভয়।
বালি হেন মহাবীর পড়িল যার বানে
হেন রামের কুশল ভাব বাঁচিবে পরানে।
রামের ক্রন্দন শুনি বুক হয় চির
শোকে কাতর রঘুনাথ কথায় নহে স্থির।
বাছের বাছ সুন্দরী লৈয়া ঘরে কর কেলি
মধুপানে মত্ত হৈয়া রাজভোগে ভুলি।
শিয়রে রাম জানহ নিদ্রায় গেল মন
মিত্র হৈয়া কুমতি হৈলে অপযশ কথন।
সাগরের পার রাবন দ্বারেতে লক্ষ্মণ
লক্ষ্মণের বানাগ্নিতে মরিবে বানরগন।

লক্ষ্মণের বাণে কার নাহিক নিস্তার
রামের ক্রোধে মরিবে কার নাই পারাবার।
রাজ্যের ভাল মন্দ নাই জান কার্য্যের কর হিত
যাহার প্রসাদে ছত্র দণ্ড ছাড় হেন মিত।
সত্য পালন কর রাজা অগ্নি করেছ সাক্ষী
ইহলোক পরলোক ভাল রাম হৈলে সুখী।
সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন
সত্যের কারণ কেন রাম আইলেন বন।
যেঁই রাম আইলেন সত্য পালিবারে
তেঁইসে রামের বাণে বালি রাজা মরে।
তেঁইসে পাইলা তুমি ছত্র নব দণ্ড
তেঁই বানরগণ লৈয়া কর রাজ্যখণ্ড।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস একা রামে মারে
এমন কার বাণে শিক্ষা ভারতভিতরে।
ভোগ ছাড় রাম ভজ পাইবে অব্যাহতি
রঘুনাথ বিনা রাজা তোমার নাই গতি।
নিরপেক্ষে বানর কয় সুগ্রীব ভাল বাসে
মন্ত্রীর বচনে রাজা হনুমানে তোষে।

লক্ষ্মণ আনিতে রাজা করিল আদেশ
ভিতর গড়ে লক্ষ্মণ বীর করিল প্রবেশ।
ইন্দ্রের পুরী যেন দেখেন অমরাবতী
আওয়াসের ভিতর ঘর বিরে নানা জ্যোতি।
পাত্র মিত্রের দেখি রত্নচুর
ত্বরাত্বরি গেলেন লক্ষ্মণ ভিতর অন্তঃপুর।
তিন শত বিহঙ্গ গেল ভিতর আওয়াসে
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর তরাসে।
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা উঠিল সম্ভ্রমে
ডাহিনে উঠিল তারা রুমা ওঠে বামে।
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
কুপিল লক্ষ্মণ বীর না লয় আসন পানি
সুগ্রীবেরে গালি পাড়ে কর্ণে নাই শুনি।
সত্য করিলি বানরা তুই অগ্নি করিয়া সাক্ষী
রাজভোগ পাইয়া এখন সত্য নাই রাখি।
রাত্রি দিন ভাই মোর কান্দে বেড়ায় রাতি
রাত্রি দিন কেলি তোমার লইয়া যুবতী।

কাহার প্রসাদে পাইলা কিস্কিন্ধ্যা নগরী
কাহার প্রসাদে পাইলা তারা হেন সুন্দরী।
কাহার প্রসাদে পাইলা আপন নারী ওমা
কার প্রসাদে কেলি কর তিলেক নাই ক্ষমা।
সরল হৃদয় রাম তুমিত নিষ্ঠুর
রামে তোর মিতমিতালি সেহ অনেক দূর।
তোমার মিতমিতালি ত্রিভুবনে থাকে
আর যেন হেন কর্ম্ম না করে কোন লোকে।
তোরে মারিয়া অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার
অঙ্গদ হৈতে হবে রামের সীতার উদ্ধার।
অধর্ম্মী বানর তুই রামের লঙ্ঘ সত্য
হের দেখ ধনুক বান চিত্রবিচিত্র।
এক বানে মারিব তোরে রাখে কোন জনে
খণ্ড২ কিস্কিন্ধ্যা করিব আজি বানে।
বানে কাটি আওয়াস ঘর করিব খণ্ড২
অঙ্গদের উপর ধরাব ছত্র দণ্ড।
বালি বলে শুনিয়াছ ধনুকের টঙ্কার
সেই ধনু সেই বানে করিব সংহার।

বালি রাজা কেবল মরিল এক জন
তুই মরিলে মরিবে সকল বানরগণ।
বালি রাজা দেখিয়াছ গেল যেই বাটে
সেই বাটে যাহ গিয়া ভাইয়ের নিকটে।
ইঙ্গিতে মারিব তোরে তাহে নাহি পার
হের বান এডি এই দেখহ প্রতাপ
প্রান লৈব আজি তোর বজ্রময় বানে
বালির কাছে যাহ গিয়া ভাই দুই জনে।
দুষ্ট বানর তুই দুষ্কৃত আচার
এই পাঠাই তোরে দেখ যমের দ্বার।
পৃথিবীতে কোথায় কে এমন কার্য্য করে
তোর লাগিয়া রঘুনাথ বালি রাজাকে মারে।
মিতা বলিয়া রাম কোল দিলেন তোরে
কত পুন্য করিয়াছিলি জন্ম জন্মান্তরে।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ করিলেন দয়া
তেঁই তোমারে রাম দিলেন পদছায়া।
গুনের সাগর রাম দয়ার নাই সন্ধি
বালি মারিয়া রাজ্য দিলেন সত্যে হৈয়া বন্ধি।

বলিতেং লক্ষ্মণের অধিক কোপ বাড়ে
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজার মুখে ধুলা উড়ে।
উঠিলত তারা দেবী শুনিয়া কাহিনী
লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে মধুর বাণী।
জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মিত্র হৈলে হয়ত পরিবর্ত্ত
ইহারে গালি দিতে প্রভু তোমার অনুচিত।
দূর দেশে পর্ব্বত আছে সমুদ্রের তীরে
সম্বাদিয়া আনিব বানর যে আছে সংসারে।
দেশেং যত বানর আমার শাসন
আনিব বানর কোপ কর অকারণ।
তোমার কোপে ভাবেন সুগ্রীব ভাইয়ের মরণ
বনের পশু বানর জাতি চমৎকৃত মন।
তোমরা দুই রাজকুমার কটক নাই সঙ্গ
বানরগণে সাগর তরিবে বসে দেখ রঙ্গ।
সুগ্রীবেরে লক্ষ্মণের কোপ নাই টুটে
হাতে ধরি বসায় তারা সিংহাসন খাটে।
তারার বচনে লক্ষ্মণ অন্তরে বাধে মন
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত তারার বচন।

সুগন্ধি পুষ্পের মালা সুগ্রীবের গলে
সেই মালা সুগ্রীব ফেলেন ভূমিতলে।
সিংহাসন ছাড়িয়া সুগ্রীব ওঠিল ততক্ষন
যোড়হাতে লক্ষ্মণেরে করিছে স্তবন।
হারাইয়া রাজা পাইলাম রামের প্রসাদে
তোমার প্রসাদে বাড়িলাম অনেক সম্পদে।
হেন রঘুনাথ আপনি বিষ্ণু অবতার
কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার।
সীতা ওদ্ধারিবেন রাম আপন শকতি
আমি কেবল ঘাব মাত্র তাঁহার সংহতি।
হেন রামের কার্য্য না করি বসে আছি ঘরে
বানর জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে।
পশু জাতি বানর আমি কত দোষ করি
সেবকবৎসল রাম সেবক নাহি মারি।
লক্ষন বলে দোষ পাইলে কোন জন ক্ষমে
তোর দোষ দুরাইবেন আপনি শ্রীরামে।

লক্ষ্মণ বলেন শুন সুগ্রীব বানর
রামের কার্য্য করিলে তোমার পুণ্য বিস্তর।
রামের কার্য্য করিলে তোমার সর্ব্বত্রে জয়
রামের কার্য্য না করিলে অধর্ম্ম সঞ্চয়।
সত্যবাদী হৈলে করে সত্য পালন
অগ্নি স্বাক্ষী করিয়া সত্য করিয়াছ দুই জন।
শ্রীরাম আপন সত্যে হৈয়াছেন পার
তুমি সত্যে বন্দি আছ অধর্ম্ম অপার।
রামে কাতর দেখি তোমায় বলিলাম কর্কশ
তোমারে বিরূপ বলিলাম বড় অপযশ।
দোষ ক্ষমিতে হয় সুগ্রীব করি পরিহার
তোমারে বিরূপ কথা বড় অব্যবহার।
পাবির্বত লোকে বিরূপ কথা নহে ওপযুক্ত
পাবির্বতের পীরিতি কথা সর্ব্ব ধর্ম্ম যুক্ত।
ধর্ম্ম রাখ আপনা রাখ যে হয় বিহিত
রামের কার্য্য করিলে হয় সব পরিমিত।

সাগরের পার বানরের ঘর
শুনি সে সব কাহিনী।
একাকী প্রবাস জীবনে কি আস
ভাল মন্দ নাই জানি।
বানর জাত স্থগ্রীব যার সাখি দেহ মিত্রকায
ক্রন্দনেতে না রহে জীবন
চক্ষুর লোহ ঘন বহে প্রবোধে রাম স্থির নহে
দেশের তরে না করিবেন গমন।
শোকসাগরে পার তুমি সিতাপতিকার
সীতা দেবির করিবে উদ্ধার
তিন জন দেশান্তরি তুমি দিবে একত্র করি
অযোধ্যায় যাব এক বার।
চতুর্দ্দোল আনি চড় সিতা সম্ভাষিতে নড়
আপনি গিয়া দেহত আশ্বাস
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের গীত কীর্ত্তিবাস বিরচিত
শুনিলে হয় সিদ্ধ অভিলাষ।

লক্ষ্মনের বোলে রাজা করে সন্ধিবীন
বানর কটক ঝাট আন বীর হনুমান।
হিমালয় পর্ব্বত যাবে পর্ব্বত মন্দারণ
সুমেরু পর্ব্বত যাইহ যথা বানরগন।
ওদয় গিরি অস্ত গিরি যথা বানর বৈসে
পৃথিবীর বানর যেন দশ দিনে আইসে।
কটক আনিতে দুত পাঠান দেশ দেশান্তর
পৃথিবীর বানর যেন আইসে সত্বর।
আজি কালি যাব বলি যে বানর বলে
হাতে পায়ে বাহির করিবে বরিয়াং চুলে।
বানর বলে যেখানে শুনিবে এক জন
তার গলায় দিবে তুমি নিগাঢ় বন্ধন।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আমার অধিকার
পৃথিবীতে না থাকে যেন বানরসঞ্চার।
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে
কটক আনিতে চলে বানর অতুল প্রতাপে।
বাহির হৈল হনুমান কটক বেষ্টিত
ত্রিশ কোটি বানর দুত পাঠায় চারি ভিত॥

ভুমি আকাশ যুড়ি ঠাট চলে দেশে২
পৃথিবীর বানর যেন দশ দিনে আইসে।
চলিল বানরগণ দেশ দেশান্তর
পূর্ব্ব দিগে চলি গেল নীল বানর।
পশ্চিমে চলিয়া গেল নল মহামতি
দক্ষিণ মুখে চলিলেক বানর সম্পাতি।
হনুমান মহাবীর সর্ব্ব লোকে জানি
উত্তর দিগ চাপিয়া বীর করিল উঠানি।
একেক জনার সঙ্গে চলে দশ লক্ষ বানর
মহাশব্দে চলে যত নাই পাই ওর।
হুপহাপ লম্ফ ঝম্পে করিল উঠানি
ডাক দিয়া অঙ্গদ বীর বলিল আপনি।
সিংহগর্জ্জন যেন বানরের প্রতাপ
আকাশ চাপিয়া যেন চলে মেঘচাপ।
দশ দিনের মধ্যে আনিবে বাক্য নহিবে আন
ইহার বাড়া হৈলে আমি লইব পরাণ।

লক্ষ্মনের বোলে রাজা করে সম্বিধান
বানর কটক ঝাট আন বীর হনুমান।
হিমালয় পর্ব্বত যাবে পর্ব্বত মন্দারণ
সুমেরু পর্ব্বত যাইহ যথা বানরগণ।
উদয় গিরি অস্ত গিরি যথা বানর বৈসে
পৃথিবীর বানর যেন দশ দিনে আইসে।
কটক আনিতে দুত পাঠান দেশ দেশান্তর
পৃথিবীর বানর যেন আইসে সত্বর।
আজি কালি যাব বলি যে বানর বলে
হাতে পায়ে বাহির করিবে ধরিয়া চুলে।
বানর বলে যেখানে শুনিবে এক জন
তার গলায় দিবে তুমি নিগূঢ় বন্ধন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আমার অধিকার
পৃথিবীতে না থাকে যেন বানরসঞ্চার।
সুগ্রীবের কোপেতে বানর সব কাঁপে
কটক আনিতে চলে বানর অতুল প্রতাপে।
বাহির হৈল হনুমান কটক বেষ্টিত
ত্রিশ কোটি বানর দুত পাঠায় চারি ভিত।

ভ্রমি আকাশে ঘুড়ি হাট চলে দেশেং
পৃথিবীর বানর যেন দশ দিনে আইসে।
চলিল বানরগন দেশ দেশান্তর
পূর্ব্ব দিগে চলি গেল নীল বানর।
পশ্চিমে চলিয়া গেল নল মহামতি
দক্ষিন মুখে চলিলেক বানর সম্পাতি।
হনুমান মহাবীর সর্ব্ব লোকে জানি
উত্তর দিগ চাপিয়া বীর করিল ওঠানি।
একেক জনার সঙ্গে চলে দশ লক্ষ বানর
মহাশব্দে চলে যত নাই পাই ওর।
হুপহাপ লম্ফ ঝম্পে করিল ওঠানি
ডাক দিয়া অঙ্গদ বীর বলিল আপনি।
সিংহগর্জ্জন যেন বানরের প্রতাপ
আকাশ চাপিয়া যেন চলে মেঘচাপ।
দশ দিনের মধ্যে আনিবে বাক্য নহিবে আন
ইহার বাড়া হৈলে আমি লইব পরান।

যাও পোঁয়ের সাবি যদি থাকে তোমারদের মনে
ত্বরাত্বরি আসিবে সকল বানরগনে।
বানর পাঠাইয়া পাঠায় বালির নন্দনে
একলা রহিল অঙ্গদ বাড়ির রক্ষনে।
দশ কোটি বানর তারা কৈল আগুসার
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার।
ভুমি আকাশ যুড়ি বানর আইসে দেশে২
পৃথিবির বানর সব দশ দিনে আইসে।
কিষ্কিন্ধ্যায় আইল বানর মহাহুলস্থুল
সুগ্রীবেরে ভেট আনি দিল ফল ফুল।
কটক দেখি সুগ্রীব রাজা ভাবে মনে২
কার্য্য সিদ্ধি হইবেক বুঝিনু অনুমানে।
সকল কটক আইল কিষ্কিন্ধ্যাভিতর
ওর নাহি পাই বানর দেখিতে ভয়ঙ্কর।
কিষ্কিন্ধ্যায় সকল ঠাট করিল বৈঠন
চলিল সুগ্রীব রাজা মিত্রসম্ভাষন।
নিজ ঠাটে সুগ্রীব রাজা বলিল বচন
মিত্র সম্ভাষনে আজি করিব গমন।

লক্ষ্মনের তরে রাজা বলে ফিরে২
যোড়হাতে স্তুতি করি বলে লক্ষ্মনেরে।
বিষ্ণু অবতার তুমি রামের সহোদর
আপনি চড়হ গোসাঞি চতুর্দ্দোলোপর।
তবেসে চতুর্দ্দোলে আমি চাপিবারে পারি
মিত্র দরশনে চল যাই ত্বরা করি।
তোমার চরনে মোর এই নিবেদন
ভাল বলেন তবে তারে বীর লক্ষ্মন।
চতুর্দ্দোলে লক্ষ্মন সুগ্রীব চড়েন দুই জন
চারি ভিতে চামর ঢুলায় বানরগন।
পঞ্চ শব্দ বাদ্য বাজে করে শঙ্খধ্বনি
কাড়ার কলরব শব্দ দুরে হৈতে শুনি।
রাম বলেন বাদ্য ভাণ্ডের কলরব শুনি
আমা সম্ভাষিতে আইসে সুগ্রীব আপনি।
নিকট হইল আসি সুগ্রীব রাজন
মনে২ ভাবে বীর মিত্তদরশন।
চতুর্দ্দোল হৈতে নামে রামের বিদ্যমানে
পথ বহিয়া যায় সুগ্রীব পর্ব্বত মাল্যবানে।

রামের চরণে রাজা করিল প্রণাম
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের বিদ্যমান।
গলে বস্ত্র রহে হাত করিয়া যুগল
তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল।
বালি রাজা মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার
সত্তো বন্ধি হৈয়াছি আমি বীরি তোমার বীর।
তোমার প্রসাদে মিতা পাইলাম রাজ্যখণ্ড
সকল বানরগণ বীরে ছত্র দণ্ড।
সীতা উদ্ধার করিবে তুমি আপনার গুনে
আমি কেবল উপলক্ষ থাকিব তোমার সনে।
আপনি উদ্ধারিবে সীতা আপন শক্তি
কেবল থাকিব আমি তোমার সংহতি।
যতেক বানর আছে পৃথিবীমণ্ডলে
যত বানর ঠাট আছে পর্ব্বতশেখরে।
সকল ঠাট আসিয়াছে আমার সম্বাদে
কোটি২ বৃন্দবৃন্দ অবর্বুদে অবর্বুদে।
অসঙ্খ্যা বানর কটক না হয় গনন
তিন কোটি যোজনের পথ এ তিন ভুবন।

ইহার ভিতর প্রবেশিবে দুর্জ্জয় বানরগন
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সকল ত্রিভুবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বই সৃষ্টি নাই আর
ইহার ভিতর থাকিলে সীতার করিব ওদ্ধার।
তোমার আশীর্ব্বাদ হৈল আমার শরীরে
কোন কার্য্য গনি আমি সীতার ওদ্ধারে।
আমি কি বলিব গোসাঞি তোমার চরনে
আপনি সীতা ওদ্ধারিবে আপনার গুনে।
ইন্দ্র আদি দেবগন তোমারে ধেয়ায়
গগনে ওদয় রবি তোমার আজ্ঞায়।
তোমার সৃজন সৃষ্টি এ তিন ভুবন
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা জাগিলে জাগরন।
কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল
তবু তোমার পাদপদ্ম দেখা না পাইল।
হেন পাদপদ্ম তোমার দেখিলাম নয়নে
আপনারে ধন্য করি মানিলাম এত দিনে।
বানর জাতি পশু আমি কি বলিতে পারি
মিত্র বলিয়া ডাক মোরে আপনি শ্রীহরি।

ব্রহ্মা আদি দেবে তোমায় বেড়ালে না পাই
হেন পাদপদ্ম আমি দেখিব সদাই।
যাবৎ না হয় গোসাঞি সীতা উদ্ধারন
তাবৎ আমার নাই শয়ন ভোজন।
সীতারে আনি দিব যবে তোমার বরাবরি
তবে রাজ্য করিব গিয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।
সন্তুষ্ট হইল রাম কমললোচন
উঠিয়া কোল দিল রাম আপনি নারায়ন।
সুগ্রীবের ভাগ্যেরে কথা কে কহিতে পারে
আপনি বিষ্ণু কোল দিলেন বনের বানরে।
সভা হৈতে সুগ্রীবের অধিক কপাল
বানরে কোল দিলেন রাম পরমদয়াল।
রামচন্দ্র বলেন শুন সুগ্রীব আমার মিত
তুমি বই আমার আর কে করিবে হিত।
অপূর্ব্ব নাই গনি সূর্য্যে দুচায় অন্ধকার
অপূর্ব্ব নাই মানি আমি সীতার উদ্ধার।
অপূর্ব্ব নহে গনি মেঘে বরিষয়ে পানি
তোমাহেন মৈত্র আমি বড় ভাগ্য মানি।

দুই গিরিতে পর্ব্বতের উপর করে সম্ভাষন
ভূমি আকাশ যুড়ি আইসে যত বানরগন।
সহস্র কোটি বানরে আইল শতবলী
যার কটক নড়িতে গগনে লাগে ধূলি।
গয় গবাক্ষ শরভ আইল গন্ধমাদন
পঞ্চাশ কোটি বানর দুই ভাইয়ের ভিড়ন।
অঙ্গুলিয়া দড় আইল ধূর্ম্ম ধূর্ম্মাক্ষ
ত্রিশ কোটি বানর লৈয়া আইল গবাক্ষ।
সহস্র কোটি বানর লৈয়া আইল প্রমাথি
সংগ্রামে পশিলে যারে বিক্রমে না আটি।
প্রমাথি বানর বলী হেলায় যদি নড়ে
দশ প্রহরের পথ কটক আড়ে যোড়ে।
সত্তরি যোজন বীর আড়ে পরিমান
সকলে করয়ে যার শরীর বাখান।
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতের বানর হিঙ্গুল যেন রঙ্গি
পঞ্চাশ কোটি বানর লৈয়া আইল বিভঙ্গি।
মলয় পর্ব্বতের বানর হরিতাল গিরি
সত্তরি কোটি বানর লৈয়া আইল কেশরী।

পূর্ব্ব দিগ হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি
সহস্র কোটি বানর আইল রাজার সংহতি।
ধূর্ম্ম ধূর্ম্মাক্ষ আইল সুগ্রীবের শ্যালা
গগন যুড়িল ঠাট যেন মেঘমালা।
সম্পাতি বানর আইল গৌরবর্ণ ধীরে
দেখিলে বিপক্ষ ঠাট পলায় যার ডরে।
সুষেন বেজ আইল সেই রাজার শশুর
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর।
ভালুকগন লৈয়া আইল মন্ত্রী জাম্বুবান
দুর্জ্জয় বীর বানর লৈয়া আইল হনুমান।
অঙ্গদ যুবরাজ আইল বালির কুমার
সহস্র কোটি বানর যার নিজ পরিবার।
শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি
শতেক কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গনি।
শতেক কোটি বৃন্দেতে এক অর্ব্বুদ দেখা
শত কোটি অর্ব্বুদেতে এক খর্ব্ব লেখা।
শতেক কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব জানি
শতেক কোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ গনি।

শতেক কোটি শঙ্খে মহাশঙ্খ গনন
শতেক কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম লিখন।
শতেক কোটি পদ্মেতে মহাপদ্ম গনি।
শতেক কোটি মহাপদ্মে এক সাগর জানি।
শতেক কোটি সাগরে মহাসাগর জানি
শতেক কোটি মহাসাগরে এক অক্ষোহিনী।
শত কোটি অক্ষোহিনীতে এক অপার
অপারের অধিক গননা নাই আর।
নদ নদী ঘুচিল ঠাট ভাঙ্গে পর্ব্বত
সকল ঠাট ঘুড়িয়া যায় এক মাসের পথ।
পৃথিবী যুড়িল বানর নাহি দিশপাশ
কটকের চাপ দেখি শ্রীরামের হাস।
রাম বলে মিতা কটক আইল তোমার পাশে
চতুর্দ্দিগে বানর পাঁচ সীতার উদ্দেশে।
সীতা দেবির তুমি যদি করহ উদ্ধার
তবে আমার ঠাঁই মিতা সত্যে হবে পার।

শ্রীরামের ঠাঁই রাজা পাইয়া অনুমতি
দিগে২ বানর পাঁচে সুগ্রীব বানরপতি।
অর্ব্বুদে২ বানর ওর নাই পাই
পর্ব্বতের ওপরে বসিতে নাই ঠাঁই।
বিনোদ সেনাপতি রাজা ডাক দিয়া আনে
পূর্ব্ব দিগ চল তুমি সীতা অন্যাস্বনে।
সহস্র কোটি বানর আছে তোমার ভিতর
সীতার অন্যাস্বনে তুমি করহ গমন।
যত নদ নদী যাইবে যত যাইবে দেশ
যত২ পর্ব্বতে গিয়া করিবে পুবেশ।
যত২ ওত্তম দেশ যাবে ওত্তম স্থান
সকল বানর লৈয়া করিবে পয়ান
স্বর্গ হৈতে গঙ্গা দেবী আনিল ভগীরথে
গঙ্গা দেবী পার হইও বানর জুতে২।
শরযু নদী তরিহ অতি পুন্যতরঙ্গিনী
কৌশিকী নদী পার হইও বিশ্বামিত্রের ভগিনী
দুই কুলে গরু চরে মধ্যেতে গোমতী
গোমতী পার হৈয়া পাইবে গঙ্গা সরস্বতী।

পাণ্ডুদেশ মলয়দেশ দেশ কোঙ্কন
কশ্যপদেশ যাইবে আর পাণ্ডব নগরী।
বৃক্ষপুষ্প ভরিয়া রাখি করিহ প্রবেশ
মন্দার পর্ব্বতে যাইহ কিরাতের দেশ।
কর্ণাট দেশ যাইস আর সুগ্রীবদ্বীপে
কিরাত জাতি আছে তথা অদ্ভুত রূপে।
কনক চাঁপার মত যেন গায়ের বর্ণ
ওঠানথালা হেন তারা ধরে দুই কর্ণ।
কালাহেন মুখখান তাম্র বর্ণ চুলি
এক পায়ে চলে পথ বলে মহাবলী।
পানির ভিতর বৈসে তারা পানির মৎস্য মুখে
মানুষ ধরিয়া খায় যাহা পায় সমুখে।
মানুষব্যাঘ্র বলি আছে তাহারদের খ্যাতি
সূর্য্যের কিরণ সহিতে নারে কিরাতের জাতি।
সীতা লৈয়া থাকে রাবণ কিরাতের ঘর
যত্ন করি চাহিও তথায় লঙ্কেশ্বর।
ঋষভ পর্ব্বতে যাইহ কিরাতের পার
দেবগণ করে কেলি নিত্য অবতার।

অবর্ব সময় আইসে দেব পুরন্দর
যত্ন করি চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তোর পূর্ব্ব দিগে যাইহ ক্ষীরোদ সাগর
শ্বেত পর্ব্বত দেখিবে তথা ক্ষীরোদ উপর।
শ্বেত পর্ব্বত বিরে সহস্র শেখর
সহস্র ফনায় আছে দেব মহেশ্বর।
সহস্র ফনায় আছে সহস্রেক মনি
মনির আলোতে নাই চিনি দিবস রজনী।
ক্ষীরোদ সাগর করে পৃথিবী বিবল
শ্বেত পর্ব্বত বিবল করে গগনমণ্ডল।
শ্বেত অনন্ত বিরে সহস্রেক ফনা
পূর্ব্ব দিগে বিন্য করিল সেই তিন জনা।
সকল বানর বন্দিহ অনন্ত মহারাজ
মহেশ্বর বন্দিয়া গেলে সিদ্ধ হৈবে কায।
উদয় পর্ব্বতে যাইহ তার পূর্ব্ব দিগে
সোনার তালগাছ তথা আছে চারি যুগে।
মনি মানিক্কে বান্ধিয়াছে তালগাছের গুড়ি
কনকরচিত তালগাছের বাগুড়ি।

সকল বানর দেখিও শেখরে শেখর
যত্ন করি চাহিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
কালোদক পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
পর্ব্বত উপর সরোবর কাল তার পানি
তিন কোটি আছে তাহে সাপা সাপিনী।
নাগিনী যদি ছাই ছাড়ে সংসারত পোড়ে
তার কাছে দেব দানব কেহ না যায় ডরে।
নদ নদী ঘোর ঝঙ্কার খুজিবে বিস্তর
যেখানে পাইবে লাগ রাজা লঙ্কেশ্বর।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
লোহিত পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
সেই পর্ব্বতে আছে বড় চমৎকার
তিন যোজন নদী তাহে বিষম পাথার।
তার পূর্ব্ব দিগ যাবে লোহিত সাগর
বহুং রাক্ষস আছে জলের ভিতর।

রাঙ্গা বর্নে জল তার রক্তবর্ন ধীরে
চারি যুগ শিমুলিগাছ আছে তার তীরে।
সোনার শিমুলিগাছ সকল গায় কাঁটা
সুবর্নের ফল ফুল ধীরে গোটাং।
জলে হৈতে রাক্ষস সকল গাছের ডালে চড়ে
তার কাছে দেবগন কেহ না যায় ডরে।
তথা যদি রাবন সীতার না পাও উদ্দেশ
পুর্ব্ব সাগরের তীরে করিহ প্রবেশ।
আড়ে দির্ঘে সাগর সেই দশ যোজন
সাবধানে পার হৈবে সব বানরগন।
উদয় গিরি পর্ব্বত যে সর্ব্ব সোনাময়
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সুর্য্যের উদয়।
তিন লক্ষ দুই শত যোজনের পথ
চক্ষুর নিমেষে সূর্য্য তাহে করে যাতায়াত।
মুনি সকল তপ করে তপের বিধান
বালখিল্য নামে মুনি বিখ্যাত পুরান।
বাদুড়হেন নামে মুনি তাহার শেখরে
সেই মুনির তপের ফলে সংসার ধীরে।

উদয় গিরির পূর্ব্বে নাই সূর্য্যের গমন
অন্ধকারময় দেশ নিশ্চয় কথন ।
উদয় গিরির পূর্ব্ব নহে আমার গোচর
উদয় গিরি চাহিলে তোমরা ফিরিহ বানর ।
উদয় গিরি যাইতে আসিতে এক মাস
মাসেকের বাড়া হৈলে সভার বিনাশ ।
মাসেকের ভিতরে যেই নাই আইসে
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ।
সকল বানর যদি সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়
সীতার উদ্দেশে বানর পূর্ব্বদিগ যায় ।
কীর্ত্তিবাসের কবিত্ব সর্ব্ব লোকে জানি
অদ্ভুত রচিল গীত পূর্ব্বদিগ পাঁচনি ।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি
যার কন্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী ।
শমনদমন রাবণ রাজা রাবনদমন রাম
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ণ শুনে ।

চণ্ডালে করিলে দয়া বড়ই করুন
পাশানে নিশান রহিল রঘুনাথের গুন ।
রামনামের গুনে ভাই কে দিবে তুলনা
পদধুলিতে পাশান মনুষ্য নৌকা হৈল সোনা ।
রামনাম লইতে ভাই না করিহ হেলা
ভবভয় সাগরে তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা ।
রাম স্মরিয়া যেবা মহারনে যায়
ধনুক বান লৈয়া রাম পশ্চাতে গোড়ায় ।

দক্ষিনে রাবন বৈসে সুগ্রীব তাহা জানে
বড়২ বীর পাঁচে সেইত দক্ষিনে।
অঙ্গদ যুবরাজ পাঁচে মন্ত্রী জাম্বুবান
পবননন্দনে পাঁচে বীর হনুমান।
ঋষভ কুমুদ পাঁচে রম্ভা যোদ্ধাপতি
নল নীল পাঁচিলেক প্রধান সেনাপতি ।
সুগ্রীব বলে বানর কটক শুন সাবধানে
সীতার উদ্দেশে তোমরা চলহ দক্ষিনে।